শৌলের জন্য পথ প্রস্তুতি

(Preparation of Path for Saul)

১ম শমূয়েল ৯ অধ্যায় ১৫-২৫ পদ

ইজ্রায়েল যখন তাদের প্রতিবেশি সমস্ত দেশ ও জাতির সমান হবার আশায় ঈশ্বরের রাজত্বকে অস্বীকার করে একজন মানুষ-রাজা চেয়েছিল, তখন ঈশ্বর তাদের জন্য শৌলকে বেছে নিয়েছিলেন। গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি, পারিবারিক প্রেক্ষাপট, শারীরিক গঠন বা চারিত্রিক উৎকর্ষের দিক থেকে সেই সময় ইজ্রায়েলের মধ্যে এই শৌলের দ্বিতীয় কেউ ছিল না। আর তার থেকে আমরা উপলব্ধি করেছিলাম যে, ইজ্রায়েলের উপর মানুষ-রাজার রাজত্বকে সমর্থন না করলেও অনুমোদনকারী ঈশ্বর, তাদের মধ্যে সবথেকে নিম্ন মানের কোনও ব্যক্তিকে তাদের উপর রাজা করেননি, যে ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল। পরিবর্তে, শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার অধিকারী, এমন এক ব্যক্তিকে ঈশ্বর বেছে নিয়েছিলেন, যার মধ্যে একজন সফল রাজার হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

আজ আমরা দেখতে চলেছি, শৌলকে ইজ্রায়েলের উপর নায়ক হিসাবে অভিষিক্ত করার জন্য ঈশ্বর কীভাবে পথ প্রস্তুত করেছিলেন। এর জন্য ক) শৌলের আগমনের কথা ঈশ্বর পূর্বেই শমূয়েলকে জানিয়েছিলেন (৯:১৫-২১), খ) শমূয়েলের মাধ্যমে ঈশ্বর শৌলের আত্ম-গুরুত্ব ফিরিয়ে এনেছিলেন (৯:২২-২৫)।

ক) শৌলের আগমনের কথা ঈশ্বর পূর্বেই শমূয়েলকে জানিয়েছিলেন (৯:১৫-২১)

শৌলের সঙ্গে শমূয়েলের সাক্ষাৎ শৌলের দৃষ্টিকোন থেকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত, যেহেতু গর্দ্দভী না খুঁজে পেয়ে, সে বাড়ী ফেরার কথা চিন্তা করেছিল। অন্যদিকে, জল তুলতে আসা যুবতীদের দৃষ্টিকোন থেকে শৌল ছিল খুবই ভাগ্যবান, কারণ সেদিনই দর্শক শমূয়েল সেই নগরে উপস্থিত হয়েছিল। কিন্তু ঈশ্বরের দৃষ্টিকোন থেকে শৌলের সঙ্গে শমূয়েলের সাক্ষাৎ কোনও কাকতালীয় ঘটনা নয়, পরিবর্তে তা ঈশ্বর পূর্বমনোনীত। আর তাই সে বিষয়ে তিনি পূর্বেই শমূয়েলকে জানিয়ে রেখেছিলেন।

১৫ ও ১৬ পদে লেখক ঈশ্বর ও শমূয়েলের মধ্যে গতদিন যে কথোপকথন হয়েছিল, তা বর্ণনা করেছে, *"শৌলের উপস্থিত হবার আগের দিনে সদাপ্রভু শমূয়েলের কানে প্রকাশ করেছিলেন, কাল এই সময়ে আমি বিন্যামীন প্রদেশ থেকে একজন লোককে তোমার কাছে প্রেরণ করব; তুমি তাকে আমার প্রজা ইজ্রায়েলের নায়ক করবার জন্য অভিষেক করবে; আর সে পলেষ্টীয়দের হাত থেকে আমার প্রজাদের নিস্তার করবে; কারণ আমার প্রজাদের কান্না আমার কানে প্রবেশ করায়, আমি তাদের প্রতি দৃষ্টি দিলাম।"* শৌলের বিষয় ঈশ্বর এই যে কথা শমূয়েলেকে আগেই জানিয়েছিলেন, তা যদিও শৌলের জানা ছিল না, কিন্তু লেখক তা পাঠক আমাদের জানিয়েছেন। আর এর দ্বারা আমরা উপলব্ধি করি যে, শৌলকে ইজ্রায়েলের উপর নায়ক হিসাবে অভিষিক্ত করতে স্বয়ং ঈশ্বর কীভাবে পথ প্রস্তুত করেছিলেন। ১৬ পদের কথানুসারে, এই পথ প্রস্তুতকরণ কাজে ঈশ্বরই প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন, *"আমি বিন্যামিন প্রদেশ থেকে . . . প্রেরণ করব।"* ঈশ্বরের দ্বারা প্রাথমিক পদক্ষেপ অনুসারে, শমূয়েলকে দ্বিতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে বলা হয়েছে, *"তুমি তাকে . . . অভিষেক করবে।"* আর সেই অভিষেকের ফলস্বরূপ, শৌল ইজ্রায়েলেকে নিস্তার করার কাজ করবে, *"সে পলেষ্টীয়দের হাত থেকে . . . নিস্তার করবে।"*

১৬ পদের শেষাংশে বলা হয়েছে যে, এর আগে ইজ্রায়েল যখন মিসরের দাসত্বের সময় অত্যাচারিত হয়ে ঈশ্বরের কাছে কেঁদেছিল (যাত্রা ২:২৩-২৫) এবং ঈশ্বর তখন তাদেরকে নিস্তার করতে মোশিকে দিয়েছিলেন; ঠিক একইভাবে শমূয়েলের সময় ইজ্রায়েলের কান্না শুনে ঈশ্বর তাদের উদ্ধারকারী নায়ক হিসাবে শৌলকে দিতে চলেছেন। ১৬ পদে আরও একটি বিষয় আমাদের চোখে পড়ে, আর তা হল, এই পদে ঈশ্বর ৩ বার *"আমার প্রজা"* কথাটি ব্যবহার করেছেন: *আমার প্রজা ইজ্রায়েলের নায়ক করবার জন্য; পলেষ্টীয়দের হাত থেকে আমার প্রজাদের নিস্তার করবে; কারণ আমার প্রজাদের কান্না আমার কানে প্রবেশ করেছে।* এর থেকে স্পষ্ট যে, শমূয়েলের

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

মাধ্যমে ঈশ্বর যে শৌলকে অভিষিক্ত করতে চলেছেন, তা ঈশ্বরের প্রজা ইজ্রায়েলের কান্নার প্রতি ঈশ্বরের উত্তর। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, ইজ্রায়েল যদিও প্রতিবেশি জাতির অনুকরণে রাজা চেয়েছিল, কিন্তু ঈশ্বর যাকে তাদের উপর নায়ক হিসাবে অভিষিক্ত করতে চলেছেন, সে সেই সমস্ত প্রতিবেশি রাজাদের অনুকরণে নয় (যে প্রজাদের দাসে পরিণত করে), কিন্তু সাধারণ প্রজাদের দুর্দশা থেকে নিস্তার করার জন্য নায়ক হতে চলেছে।

এখন, শৌলের বিষয় ঈশ্বর শমূয়েলকে যে সমস্ত কথা আগের দিন জানিয়েছিলেন, সেই কথা মতো গর্দ্দভীদের খোঁজে শৌল যখন তার দাসকে সঙ্গে নিয়ে শমূয়েলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে উপস্থিত হল, তখন ঈশ্বর শমূয়েলকে বললেন, ***"দেখ, এ সেই ব্যক্তি, যার বিষয় আমি তোমার কাছে বলেছিলাম, সেই আমার প্রজাদের উপর কর্তৃত্ব করবে"*** (১৭ পদ)। এর থেকে পরিষ্কার যে, ঈশ্বরই শৌলকে বেছে নিয়েছেন; এ বিষয়ে সন্দেহের কোনও অবকাশ নেই; শৌলই হল ঈশ্বরের সেই মনোনীত ব্যক্তি। অবশ্য, আরও একটি বিষয় আমাদের চোখে পড়ে, তা হল, এই অধ্যায়ে একবারের জন্যও রাজা *(Hb. melek, En. king)* শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি; তার পরিবর্তে এখানে শৌলকে নায়ক *(Hb. nagid, En. leader)* হিসাবে অভিষিক্ত করতে বলা হয়েছে। এর অর্থ এই নয় যে, ইজ্রায়েলের জন্য ঈশ্বরের অন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল, কিম্বা শৌলের নিযুক্তি ছিল একটা ভুল সিদ্ধান্ত। কারণ ১৬ পদে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে যে, ঈশ্বরের প্রজাদের কান্নার প্রতি উত্তর হিসাবে স্বয়ং ঈশ্বর শৌলকে দিয়েছিলেন।

যাইহোক, নায়ক হিসাবে অভিষেক করার জন্য যেহেতু ঈশ্বর শৌলের পথ প্রস্তুত করছিলেন, সেইহেতু নগরে প্রবেশ করে শৌল ও তার দাস প্রথম যে ব্যক্তির কাছে দর্শক শমূয়েলের বিষয় জিজ্ঞাসা করে, সে স্বয়ং শমূয়েল। শমূয়েল ও শৌল দুজনে যদিও একে অন্যের পরিচিত ছিল না, কিন্তু ঈশ্বরই শমূয়েলকে জানিয়েছিলেন, ***এ সেই ব্যক্তি***। ঈশ্বরের দ্বারা প্রস্তুত পথ অনুসারে, তখন শমূয়েল শৌলকে এমন কথা বলেছিল, ***"আমিই দর্শক, আমার আগে আগে উচ্চস্থলীতে চল; কারণ আজ তোমরা আমার সঙ্গে ভোজন করবে; সকালে আমি তোমাকে বিদায় করব, এবং তোমার মনের সমস্ত কথা তোমাকে জানাবো"*** (১৯ পদ)। শৌল ও তা দাস যদিও তাদের গর্দ্দভীদের খোঁজ পেতে শমূয়েলের কাছে এসেছে, কিন্তু সে বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করার আগেই শমূয়েল তাদেরকে এই কথা বলেছিল। শমূয়েলের কথা শুনে শৌল নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়েছিল; কারণ সেই দর্শকের সঙ্গে তাদের এই প্রথম সাক্ষ্যৎ; আর তার সঙ্গে ভোজন করার কথা সে কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু ***"তোমার মনের সমস্ত কথা তোমাকে জানাবো"*** বলতে শমূয়েল কী বলতে চেয়েছে? এর দ্বারা শমূয়েল শৌলের পিতার হারিয়ে যাওয়া গদ্দভীদের কথা নিশ্চয়ই বলেনি; কারণ তাদের খুঁজে পাবার কথা ২০ পদে শমূয়েল বলেছে। তাহলে পরের দিন সকালে বিদায় করার সময় শৌলের মনের যে সমস্ত কথা শমূয়েল বলতে চলেছে, সেই কথা কী? এখানেই আমরা সর্বপ্রথম যে বিষয়ের ইঙ্গিত পাচ্ছি, তা হল, হয়ত ইজ্রায়েলের উপর নায়ক হবার জন্য শৌলের মনে গোপন ইচ্ছা ছিল। আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি যে, পলেষ্টীয় অত্যাচারের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য ইজ্রায়েলের সাধারণ মানুষের মধ্যে যে ইচ্ছা ছিল, তা শৌলের অজানা ছিল না; আর তাই সে, নিজেকে তাদের নিস্তারকারী নায়ক হিসাবে হয়ত স্বপ্ন দেখেছিল। তাই, ২০ পদের শেষাংশে এমন কথা বলা হয়েছে, ***"আর ইস্রায়েলের সমস্ত বাঞ্ছনীয় দ্রব্য কার? সে সকল কি তোমার এবং তোমার সমস্ত পিতৃকুলের নয়?"*** আমরা জানি সেই সময় ইস্রায়েলের বাঞ্ছনীয় বিষয় হল 'রাজতন্ত্র'। এখন শমূয়েলের কথানুসারে, ইজ্রায়েলের সেই চরম কাঙ্ক্ষিত 'রাজতন্ত্র' শৌল ও শৌলের পিতৃকুলের অধিকার।

এখানে শমূয়েলের কথার অর্থ যদিও খুব স্পষ্ট ছিল না, তাথাপি তা শুনে শৌল এমনই অর্থ উপলব্ধি করেছিল, তাই তার উত্তরে শৌল শমূয়েলকে বলেছিল, ***"আমি কি ইস্রায়েল-বংশ সকলের মধ্যে ক্ষুদ্রতম বিন্যামীন বংশীয় নই? আবার বিন্যামীন বংশের মধ্যে আমার গোষ্ঠী কি সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র নয়? তবে আপনি কেন এই প্রকার কথা বলেন?"*** (২১ পদ)। শৌলের এই উত্তরের মধ্যে একদিকে যেমন নিজের গুরুত্বকে অস্বীকার করার প্রবণতা আমাদের চোখে পড়ে; ঠিক তেমনই অন্যদিকে, যে বিষয়টি আমরা দেখতে পাই, তা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

হল, শমূয়েলের কথা থেকে শৌল উপলব্ধি করেছিল যে, ইজ্রায়েলের ভবিষ্যতে শৌল ও তার বংশ তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে চলেছে। শমূয়েলের অস্পষ্ট কথাকে এমন অর্থে উপলব্ধি করার মানে, ইজ্রায়েলের নায়ক হবার জন্য শৌলের মনে গোপন ইচ্ছা ছিল। ঈশ্বরই তাকে এমন ইচ্ছা দিয়েছেন, এবং ঈশ্বরই পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে এমনভাবে পরিচালনা করেছেন যে, শৌলের সেই গোপন ইচ্ছা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। ঈশ্বরের আহ্বানকে প্রথমে গিদিয়োন যেমন প্রত্যাখ্যান করেছিল (বিচার ৬:১৫), শৌলও তাই করেছে; এবং তার কারণ হিসাবে তার বংশের ক্ষুদ্রত্বকে নির্দেশ করেছে। এ কথা সত্য যে, গিবিয়ার হত্যাকাণ্ডের (বিচার ১৯-২১; ২১:৬) পর বিন্যামীন বংশ ক্ষুদ্রতম বংশে পরিণত হয়েছিল; কিন্তু অন্যদিকে, হান্নার প্রশংসা-গীতের ন্যায় ঈশ্বর *"ধূলি থেকে দীনহীনকে তোলেন, সারের ঢিবি থেকে দরিদ্রকে উঠান, কুলীনদের সঙ্গে বসাইয়া দেন, প্রতাপ-সিংহাসনের অধিকারী করেন"* (১শমূয়েল ২:৮)। আর এর থেকে পরিষ্কার, ইজ্রায়েলের উপর নায়ক হবার জন্য ঈশ্বরই শৌলের পথ প্রস্তুত করে চলেছেন।

আজ ঈশ্বর যখন আমাদের মনে তাঁর রাজ্য ও ধার্মিকতার জন্য কোনও গোপন ইচ্ছা দেন, তখন কি আমরা তাকে দমিয়ে রাখতে চেষ্টা করি? শৌলের মতো দৈহিক, পারিবারিক, শিক্ষাগত, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক যুক্তি দেখিয়ে, তা অসম্ভবতাকে তুলে ধরি? আমাদের উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে, *"ঈশ্বরই নিজের মঙ্গল পরিকল্পনার জন্য আমাদের অন্তরে ইচ্ছা ও কাজ উভয়ের সাধনকারী"* (ফিলিপীয় ২:১৩)। আর তাই, আমাদের উচিৎ, সেই সমস্ত অজুহাত না দেখিয়ে, সভয়ে ও সকম্পে নিজের নিজের পরিত্রাণ সম্পন্ন করতে সচেষ্ট হওয়া (ফিলিপীয় ২:১২)। সেদিন শৌলের জীবনে ঈশ্বরের আহ্বানকে আকার দিতে শমূয়েলের বাক্যের মাধ্যমে শৌলের মনকে প্রস্তুত করেছিলেন, আজ ঠিক একইভাবে তিনি তাঁর বাক্যের দ্বারা আমাদেরকে তাঁর রাজ্য ও ধার্মিকতার জন্য প্রস্তুত করুন।

খ) শমূয়েলের মাধ্যমে ঈশ্বর শৌলের আত্ম-গুরুত্ব ফিরিয়ে এনেছিলেন (৯:২২-২৬)

শমূয়েল প্রভুর দাস হিসাবে সর্বদা ঈশ্বরের কথা মতো কাজ করত। আর তাই, শমূয়েল যখন তার প্রভুর কাছ থেকে জানতে পেরেছে (১৬ পদ) যে, ইজ্রায়েলের জন্য প্রভুর মনোনীত নায়কের সঙ্গে আগামীকাল তার সাক্ষাৎ ঘটতে চলেছে, তখন শমূয়েল শৌলের জন্য আগে থেকেই বলিদান-ভোজের ব্যবস্থা করেছে। শমূয়েল জানে, যে ঈশ্বর যা বলেন, তা-ই করেন। তাই, শমূয়েল সেদিন যে ভোজের ব্যবস্থা করেছিল, আমরা তাকে শৌলের রাজাভিষেকের ভোজ হিসাবে চিন্তা করতে পারি। আমরা দাউদের বৃদ্ধবয়সে তার ছেলে আদোনিয়কে দেখতে পাই যে, রাজা হবার জন্য অনেক মেষ, বৃষ ও হৃষ্টপুষ্ট গৌবৎস বলিদান করে, শলোমনকে বাদ দিয়ে সমস্ত রাজপুত্র ও যিহূদার সমস্ত লোককে ভোজে নিমন্ত্রণ করেছিল (১রাজা ১:৫-১০)। শমূয়েলও ওখানে শৌলের জন্য সেই প্রকার ভোজের আয়োজন করেছে। যদিও শমূয়েলে ছাড়া তা কেউ জানে না।

শমূয়েলের কথা মতো (১৯ পদ) শৌল ও তার দাস উচ্চস্থলীতে সেই ভোজে যোগ দিতে উঠে গেল। যদিও স্পষ্ট ভাষায় কিছুই প্রকাশ করা হয়নি, তথাপি শমূয়েল শৌলের প্রতি যে আচরণ করেছিল, তা থেকে স্পষ্ট যে, ইজ্রায়েলের নায়ক হবার জন্য ঈশ্বর শৌলের মনে যে গোপন ইচ্ছা দিয়েছেন, তিনি তার পূর্ণতা দিতে চলেছেন। ২২ পদে বলা হয়েছে, শমূয়েল তাদেরকে ভোজনশালায় নিয়ে গিয়ে *"অনুমান ত্রিশ জন নিমন্ত্রিত লোকদের মধ্যে তাদেরকে (শৌল ও তার দাসকে) উত্তম স্থানে বসালেন।"* প্রাচীনকালের রীতি অনুসারে, শৌলের সঙ্গে আসা তার দাসও শমূয়েলের অতিথি হওয়ায়, তাদের উভয়কেই সেই উত্তম আসনে বসানো হয়েছে। তাদের সঙ্গে বসে যে ত্রিশ জনের আহার করার কথা বলা হয়েছে, আমরা তাদেরকে সেই নগরের বিশিষ্ট ব্যক্তি হিসাবে চিন্তা করতে পারি। ধরা যেতে পারে কেবল এই কয়জন যখন সেই ভোজনশালায় বসে আহার করছে, তখন অন্যরা খোলা আকাশের নিচে বসেছে। তখনকার দিনে বিশেষ অতিথিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আরও একটি রীতি ছিল, আর তা হল, রান্না করা মাংসের বিশেষ অংশ তাকে খেতে দেওয়া। আর তাই, সেই বলিদান-ভোজ মূলতঃ যার সম্মানে আয়োজিত হয়েছিল, সেই শৌলের জন্য মাংসের যে

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

অংশ পৃথক করে রাখা হয়েছিল, তা তাকে দিতে শমূয়েল পাচককে আদেশ করল। শমূয়েলের কথা মতো *"পাচক উরু ও তার উপরে যা ছিল, তা এনে শৌলের সামনে রাখল"* (২৩ পদ)। ২৪ পদে আরও বলা হয়েছে, *"আর (শমূয়েল) বলল, দেখ, এটা রাখা হয়েছিল; তুমি এটা নিজের সামনে রাখো, ভোজন কর; কারণ নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষাতে এটা তোমার জন্য রাখা হয়েছিল, আমি বলেছিলাম যে, আমি লোকদের নিমন্ত্রণ করেছি। তাতে সে দিন শৌল শমূয়েলের সঙ্গে আহার করল।"*

সে দিন শৌল ও তার দাসের প্রতি শমূয়েলের এই আচরণ উপস্থিত অন্য ত্রিশ জন বিশিষ্ট অতিথিকে নিশ্চয়ই খুব অবাক করেছিল। কিন্তু এই ভোজের সময় তাদের সেই কৌতুহলের কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি। আমরা সহজেই কল্পনা করতে পারি, এই শৌলকে যখন তারা মিস্পাতে রাজা হিসাবে নিযুক্ত হতে দেখবে (১০:১৭-২৭), তখন তারা কী বলেছিল, *"সূফ প্রদেশের সেই ভোজ থেকেই আমরা জানতাম কিছু ঘটে চলেছে। শমূয়েল যেদিন শৌলকে প্রথম দেখেছিল, আমরা সেদিন সেখানে ছিলাম!"* যাইহোক, শৌলের সঙ্গে একসঙ্গে বসে ভোজন করার মাধ্যমে শৌলকে কাছ থেকে জানবার সুযোগ শমূয়েল পেয়েছিল। কিন্তু কেবল খাবার টেবিলে নয়, খাওয়া শেষ করে উচ্চস্থলী থেকে নেমে এসে, যে বাড়ীতে তারা সেই রাত কাটিয়েছিল, রাতে ঘুমানোর আগে সেই বাড়ীর ছাদেও শৌলের সঙ্গে কথা বলার দ্বারা শমূয়েল শৌলের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ার সুযোগ পেয়েছিল। যদিও তাদের সেই কথোপকথনের বিস্তৃত বিবরণ আমাদের দেওয়া হয়নি, তথাপি ধরা যেতে পারে, এর দ্বারা শমূয়েল ইজ্রায়েলের জাতীয় জীবনে শৌলের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাকে আরও স্পষ্ট করে তুলে ধরেছিল, যার দ্বারা শৌলের মনের গোপন ইচ্ছা আরও বিকশিত হয়েছিল।

শৌলের প্রতি শমূয়েলের এই আচরণ থেকে স্পষ্ট যে, ইজ্রায়েলের উপর নায়ক হিসাবে শৌলের নিযুক্তি সম্বন্ধে শমূয়েল বিন্দুমাত্র সন্দেহ প্রকাশ করেনি। কিন্তু ঈশ্বরের মনোনয়নের প্রতি সন্দেহ প্রকাশ না করার অর্থ এই নয় যে, সে যেহেতু ঈশ্বর মনোনীত, সেইহেতু তাকে জানার কোনও প্রয়োজন নেই। "ঈশ্বর যা করেছেন, ভালো করেছেন," এই মনোভাবকে যদি আমরা স্বীকার করি, তাহলে, আমরা তাঁর সেই মনোনয়নকে মেনে নিয়ে আমাদের আচরণ করতে বাধ্য। শমূয়েল ঈশ্বরের মনোনয়নকে মেনে নিয়েছে, আর তাই শৌলকে ঈশ্বরের সেই আহ্বানের জন্য প্রস্তুত করতে, তাকে একদিকে, যেমন ভোজে বিশেষ আসন ও মাংসের বিশেষ অংশ দিয়েছে; ঠিক তেমনই, তার সঙ্গে কথোপকথনের জন্য যথেষ্ট সময় ব্যয় করেছে। শৌলের প্রতি শমূয়েলের এই আচরণ থেকে স্পষ্ট ঈশ্বরের কাছ থেকে ইঙ্গিত পাবার মুহূর্ত থেকে শমূয়েল শৌলের প্রতি রাজা হিসাবে ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। এ সবই শৌলকে আত্ম-গুরুত্ব উপলব্ধি করতে সাহায্য করেছে। কারণ আগামী দিনে ইজ্রায়েলের নায়ক হিসাবে তাকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে, এবং সেই সমস্ত সিদ্ধান্তের জন্য তার নিজের দায়িত্ব স্বীকার করতে হবে।

আজ আমরা যখন আমাদের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, মাণ্ডলিক, সামাজিক বা জাতীয় জীবনে ঈশ্বরের বিভিন্ন মনোনয়নকে উপলব্ধি করি, তখন কি আমরা তাকে শমূয়েলের ন্যায় খোলা মনে গ্রহণ করি, না-কি, তাঁর সেই ইচ্ছা আমাদের মনোপূত না হওয়ায়, আমাদের জাগতিক জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তি দিয়ে, তার প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করি? ইজ্রায়েল যখন রাজা চেয়েছিল, সেই রাজা চাওয়ার সম্পূর্ণ বিষয়টাকেই শমূয়েল মেনে নিতে পারেনি। কিন্তু স্বয়ং সদাপ্রভু যখন শমূয়েলকে তা মেনে নিতে ও তাঁর মনোনীতকে গ্রহণ করতে আদেশ করেছিলেন, তখন শমূয়েল ঈশ্বরের বিরুদ্ধে বেঁকে বসেনি। খ্রীস্টবিশ্বাসী আমরা অনেক সময় একটা ভুল চিন্তা করে থাকি, আর তা হল, নিজেদের ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে ঈশ্বরকে সে বিষয়ে রাজী করাতে চেষ্টা করা। তার জন্য উপবাস প্রার্থনা থেকে শুরু করে, অবিশ্বাসীদের ন্যায় কৃচ্ছাসাধন বা শরীরকে কষ্ট দেওয়ার মতো কাজও আমরা করে থাকি। বিশ্বাসী আমাদের উচিৎ গীতরচকের ন্যায় সেই কথা স্বীকার করা, *"হে আমার ঈশ্বর, তোমার অভীষ্ট সাধনে আমি প্রীত"* (গীত ৪:৮), কিম্বা *"তোমার ইষ্ট সাধন করতে আমাকে শিক্ষা দাও"* (গীত ১৪৩:১০)। গীতরচকের অনুকরণে আমরা যখন জীবন যাপন করি, তখন আমরা প্রকৃত অর্থে প্রভুতে বৃদ্ধি পেতে প্রস্তুত হই!

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com